গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য জেলা পরিষদ
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।
Website: www.khdc.gov.bd

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার অনুষ্ঠিত এনজিও বিষয়ক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	ঃ জনাব মংসুইপ্রু চৌধুরী, চেয়ারম্যান, পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।
সভার তারিখ ও সময়	ঃ ২৭শে মার্চ, ২০২২খ্রি. সকাল : ১১.০০ ঘটিকা।
স্থান	ঃ সম্মেলন কক্ষ, পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।
আলোচনার সময়কাল	ঃ জানুয়ারী হইতে ফেব্রুয়ারী/২০২২খ্রি. পর্যন্ত।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তা/এনজিও প্রতিনিধিদের নামের তালিকা পরিশিষ্ট "ক"-তে প্রদর্শিত হলো।

সভাপতি সভায় উপস্থিত সকল সদস্যকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। সভাপতির অনুমতিক্রমে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি), জনাব গোলাম মো: বাতেন আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ করে শুনান এবং এতে কোন সংশোধনী প্রস্তাব না থাকায় কার্যবিবরণীটি সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়করণ করা হয়। অতপর: সভায় নিম্নরুপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়:

<table>
<tr><th>ক্রঃ নং</th><th>এনজিও এর নাম ও কার্যক্রমের বিষয়ে আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নে</th></tr>
<tr><td>০১.</td><td>
<u>আনন্দ</u> ঃ উপস্থিত প্রতিনিধি আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, জনাব বিজয় কৃষ্ণ বালা তাঁদের উন্নয়ন কার্যক্রমের বাস্তব চিত্র পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন আকারে তুলে ধরেন। তিনি জানান যে, তাঁদের বর্তমানে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় ৯টি উন্নয়মূলক প্রকল্প চলমান রয়েছে। তিনি প্রকল্প গুলোর কার্যক্রম ও অগ্রগিত নিম্নরুপভাবে তুলে ধরেন:
প্রকল্পের নাম ঃ

Vocational Training Center for the poor Community at Hilly Khagrachari Project.
Girls Hostel and Tailoring Training at Khagrachari Project.
Anando pre-school program.
Regional Programme for scaling up Multi-Sectoral approach for Nutrition Smart Village in Bangladesh.
Empowering women for socioeconomic development in Ramghar Khagrachari CHT
Sustainable Credit and Development program.
Basic Literacy Project
The Provision of Development Support Service to Women Under the Vulnerable Group Development Program (VGD)
Out of School Chidren Education Program (PEDP-4)

1. Vocational Training Center for the poor Community at Hilly Khagrachari Project: এই প্রকল্পটি খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় Die Licht brucke-Germany এর ১,৩৫,০৭,৪৪৫/- টাকা আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত হয়ে আসছে। কর্মমূখী কারিগরী প্রশিক্ষণ যেমন- ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, মেকানিক্যাল, ওয়েল্ডিং ও টেইলরিং (মহিলাদের জন্য) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি, চাকুরী ও ব্যবসায় উৎসাহিত করা এবং আত্মনির্ভরশীল হতে অতুলনীয় ভূমিকা পালন করে থাকে।
প্রকল্পের অগ্রগতি:
<table>
<tr><th>ক্র: নং</th><th>কার্যক্রমের বিবরণ</th><th>লক্ষ্যমাত্রা</th><th>অর্জন</th><th>মন্তব্য</th></tr>
<tr><td>০১</td><td>ছাত্রভর্তি</td><td>৯০ জন</td><td>৯০ জন</td><td></td></tr>
<tr><td>০২</td><td>প্রশিক্ষণ ক্লাশ</td><td>৪৯ দিন</td><td>৪৯ দিন</td><td></td></tr>
<tr><td>০৩</td><td>কম্পিউটার প্রশিক্ষণ</td><td>৪৯ দিন</td><td>৪৯ দিন</td><td>সকল ট্রেড</td></tr>
</table>
2. Girls Hostel and Tailoring Training at Khagrachari Project: এই প্রকল্পটি খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় Die Licht brucke-Germany এর ২৪,২৭,৯০০/- টাকা আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত হয়ে আসছে। স্ট্রেনদেনিং অফ সেলফ এসটিম, স্ট্রেনদেনিং অফ সোস্যাল স্কিলস, এমপাওয়ারমেন্ট, ওমেন্স রাইট এবং বাংলা ও ইংরেজী বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়াও প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে কারিগরী বই প্রদান এবং আত্মনির্ভরশীল হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা করে থাকে।
প্রকল্পের অগ্রগতি:
<table>
<tr><th>ক্র: নং</th><th>কার্যক্রমের বিবরণ</th><th>লক্ষ্যমাত্রা</th><th>অর্জন</th><th>মন্তব্য</th></tr>
<tr><td>০১</td><td>গার্লস হোস্টেলে ছাত্রী ভর্তি</td><td>৩০ জন</td><td>৩০ জন</td><td></td></tr>
<tr><td>০২</td><td>প্রশিক্ষণ ক্লাশ</td><td>৪৯ দিন</td><td>৪৯ দিন</td><td></td></tr>
<tr><td>০৩</td><td>কম্পিউটার প্রশিক্ষণ</td><td>৪৯ দিন</td><td>৪৯ দিন</td><td></td></tr>
</table>
3. Anando pre-school program: প্রকল্পটি নিজস্ব অর্থায়নে (২,০০,০০০/- টাকা) খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার দীঘিনালা উপজেলায়- বোয়ালখালী, মেরুং ও কাবাখালী ইউনিয়নে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
প্রকল্পের অগ্রগতি:
</td><td>দ্বি-মাসিক (মার্চ-এপ্রিল ২০২২খ্রি.) অগ্রগতির প্রতিবেদন ৫ই মে/২২খ্রি. তারিখের মধ্যে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।</td><td>আনন্দ, খাগড়াছড়ি।</td></tr>
</table>

ক্র: নং	কার্যক্রমের বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	মন্তব্য
০১	ক্লাশ	৩২৪	১৬২	করোনার জন্য ফেব্রুয়ারী মাসে কার্যক্রম বন্ধ ছিল, ১লা মার্চ ২০২২ থেকে চালু করা হয়েছে।
০২	কমিটি মিটিং	০৬	০৩	
০৩	এ্যানিমেটর মিটিং	০২	০২	
০৪	সুপারভাইজার কর্তৃক শিশুশিক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন	১২	০৬	

4. Regional Programme for scaling up Multi-Sectoral approach for Nutrition Smart Village in Bangladesh: প্রকল্পটি ওয়েলথহাঙ্গার হিলফ্, জার্মানী'র অর্থায়নে (২,৪২,৮২,৪৪০/- টাকা) খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার দীঘিনালা উপজেলায়- বোয়ালখালী, মেরুং ও কাবাখালী ইউনিয়নে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। চলমান বছরে বরাদ্দের পরিমাণ ৭৯,৬৬,৫৪০/- টাকা।

প্রকল্পের অগ্রগতি:

ক্র: নং	কার্যক্রমের বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	মন্তব্য
০১	এফ এফ এস সেশন	৪৫০ টি	৪০০ টি	
০২	মডেল সিফ্স ফার্ম স্থাপন	৫০ টি	৫০ টি	
০৩	পুষ্টি বাগান স্থাপন	২০০ পরিবার	২০০ পরিবার	
০৪	ডেমো ফার্ম স্থাপন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১০০টি	৯৮টি	
০৫	পুষ্টি ক্যাম্প	০১টি	০১টি	
০৬	লেন পিএল এর প্রশিক্ষণ	৬০টি	৬০টি	
০৭	ফলোআপ পুষ্টি ক্যাম্প	১০টি	১০টি	

5. Empowering women for socioeconomic development in Ramghar Khagrachari CHT: প্রকল্পটি ডাইলিক্ট ব্রুকে- জার্মানী'র অর্থায়নে (৪,৫৩,১৫,০০০/- টাকা) খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার রামগড় উপজেলায়- রামগড় ও পাতাছড়া ইউনিয়নে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

প্রকল্পের অগ্রগতি:

ক্র: নং	কার্যক্রমের বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	মন্তব্য
০১	ঋণ বিতরণ (সদস্য)	৫০ জন	৪১ জন	আনন্দের ঋণ কার্যক্রমের সেবাফি থেকে
০২	ঋণ বিতরণ (টাকা)	-	৩২,৫০,০০০/-	
০৩	শিশু শিক্ষা কার্যক্রম	১০টি শিক্ষা কেন্দ্র চলমান	১০টি	

6. Sustainable Credit and Development programe: এই প্রকল্পটি **Licht brucke Germany** অর্থায়নে (৫,০০,০০,০০০/- টাকা) খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায়- খাগড়াছড়ি সদর, দীঘিনালা, রামগড় ও মাটিরাঙ্গা উপজেলায় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে দরিদ্র জনগোষ্ঠীদেরকে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা।

প্রকল্পের অগ্রগতি:

ক্র. নং	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
০১	সমিতি গঠন	৪ টি	১ টি
০২	নতুন সদস্য ভর্তি	৩৩৩ জন	২১০ জন
০৩	সঞ্চয় আদায়	৩৪,৫৪,৩২১/-	৩৪,৪৫,৪৩২/-
০৪	সঞ্চয় ফেরত	৩৭,৮৯,৮৭৬/-	৪২,৭০,০৬৪/-
০৫	ঋণ বিতরণ	৩,০৯,৪০,০০০/-	৩,৫৩,০৫,০০০/-
০৬	ঋণ আদায়	৩,২৬,৫৪,৭৭৮/	৩,১৫,০০,২৫১/-

7. Basic Literacy Project: প্রকল্পটি খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার- পানছড়ি ও মাটিরাঙ্গা উপজেলায় কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

প্রকল্পের অগ্রগতি:

ক্র: নং	কার্যক্রমের বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	মন্তব্য
০১	শিখন কেন্দ্রের পাঠদান কার্যক্রম মনিটরিং করা	৬০০ টি কেন্দ্র	৬০০ টি কেন্দ্র	
০২	সিএমসি কমিটি গঠন করা	৬০০ টি কেন্দ্র	৬০০ টি কেন্দ্র	
০৩	শিখন কেন্দ্র পাঠদান কার্যক্রম সম্পর্কে ইউএনও মহোদয় কে অবহিত করা এবং পরিদর্শন করানো।	৬০০ টি কেন্দ্র	৬০০ টি কেন্দ্র	

8. The Provision of Development Support Service to Women Under the Vulnerable Group Development Program (VGD): এই প্রকল্পটি মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ এর অর্থায়নে (২৬,৪৭,৯৬২/- টাকা) পানছড়ি, দীঘিনালা ও রাঙ্গামাটি জেলার রাজস্থলী উপজেলায় কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

প্রকল্পের অগ্রগতি:

ক্র. নং	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
০১	ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা	৭৫ টি	৩ টি
০২	মা ও শিশুর স্বাস্থ্য, খাদ্য ও পুষ্টি	৭৫ টি	৭৫ টি
০৩	নারীর ক্ষমতায়ন	৭৫ টি	৭৫ টি
০৪	শিশু ও নারী পাচার এবং বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ	৪৫টি	৪৫টি
০৫	সঞ্চয় সংগ্রহ করার সহযোগীতা	৩ টি উপজেলা	৩ টি উপজেলা
০৬	প্রতিমাসে চাউল বিতরনে সময় সহযোগীতা	৩ টি উপজেলা	৩ টি উপজেলা

9. Out of School Chidren Education Program (PEDP-4) ঃ এটি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ এর অর্থায়নে (১,৫০,০০,০০০/- টাকা) খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙ্গা উপজেলায় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বিদ্যালয়ে মানসম্মত শিখন পদ্ধতি, শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করা, প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন যাতে প্রাথমিক শিক্ষা পদ্ধতি, দক্ষতা ও সমতা সৃষ্টি এবং ন্যায়সঙ্গত মানের শিক্ষা অর্জন করাই হচ্ছে এর মূল উদ্দেশ্য। গত ২৮/০২/২০২২খ্রি. তারিখে Out of School Chidren Education Program (PEDP-4)- এর

<table>
<tr>
<td></td>
<td>অবহিতকরণ সভা জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে।
সার্বিক কার্যক্রমের উন্নয়নের বাস্তব চিত্র দেখে সভাপতি মহোদয় সংশ্লিষ্টকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>০২.</td>
<td><u>জাবারাং কল্যাণ সমিতি</u> ঃ উপস্থিত প্রতিনিধি প্রশাসনিক কর্মকর্তা, জনাব ধনেশ্বর ত্রিপুরা জানান যে, তাঁদের সংস্থা বর্তমান ৬টি উন্নয়নমূলক প্রকল্প চলমান রয়েছে। প্রকল্পের নাম- ১। সেতু-এমএলই, ২। আওয়ার লাইভস্, আওয়ার হেলথ, আওয়ার ফিউচারস, ৩। ওয়াই-মুভস, ৪। সফল, ৫। জেলা স্বাস্থ্য অধিকার ফোরাম ও ৬। পিইডিপি-৪ সাব কম্পোনেন্ট আউট অব স্কুল চিলড্রেন।

১। সেতু-এমএলই ঃ এই প্রকল্পটি মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ এর অর্থায়নে (১,৪২,৭৬,১০৯/- টাকা) খাগড়াছড়ি সদর, পানছড়ি ও মহালছড়ি উপজেলায় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার দুর্গম এলাকায় চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা শিশুদের মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনে অবদান রাখা। এর মাধ্যমে ৫০% মেয়ে শিশুসহ লক্ষিত প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিশুরা নিজেদের মাতৃভাষার সাথে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনে অতুলনীয় ভূমিকা পালন করে।

২। Our Lives, Our Health, Our Future (OLHF)) ঃ এটি বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ ও সিমাভি, নেদ্যারল্যান্ড এর অর্থায়নে (২,৭০,২৭,৩৯৬/- টাকা) খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায়- খাগড়াছড়ি সদর এর ১৮টি পাড়ায় ও পানছড়ি উপজেলায় ১২টি পাড়ায় যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার বিষযক কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৩। ওয়াই-মুভস ঃ এই প্রকল্পটি সুইডিশ ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কো অপারেশন এজেন্সি (সিডা) এর অর্থায়নে (৪৬,০৬,২৮৭/- টাকা) পেড়াছড়া ইউনিয়ন, খাগড়াছড়ি সদর এলাকায় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এই প্রকল্পের লক্ষ্য হচ্ছে, প্রকল্পভুক্ত এলাকায় ১০-২৪ বছর বয়সী যুব সমাজ বিশেষ করে কিশোর-কিশোরী ও তরুণ-তরুণীরা তাদের জীবনকে প্রভাবিত করে প্রজনন স্বাস্থ্যের অধিকার ও শিশু সু-রক্ষা বিষয়ে নেতৃত্ব প্রদানে সক্ষমতা গড়ে তোলা এবং একটি গতিশীল ও একিভূত সুশীল সমাজ গঠনে ভূমিকা রাখা।

৪। সফল ঃ এটি ইউনাইটেড পারপাস বাংলাদেশ ও পেনি এ্যাপিল এর অর্থায়নে (১,৪১,২২,৮০৯/ টাকা) খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার পানছড়ি উপজেলায় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে এতিম শিশুদের মানসম্মত শিক্ষা, পরিবারের আর্থিক নিরাপত্তা, ওয়াশ ও পুষ্টি চাহিদা নিশ্চিত করা এবং সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর মানোন্নয়ন ও নাগরিকদের স্বাস্থ্য অধিকার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা।

৬। স্বাস্থ্য অধিকার ফোরাম ঃ এই কর্মসূচিটি খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার- খাগড়াছড়ি সদর ও মহালছড়ি উপজেলায় বাংলাদেশ হেলথ ওয়াচ এর আর্থিক সহায়তায় ১ আগস্ট/২১খ্রি. হতে পরিচালিত হয়ে আসছে। এই কর্মসূচীর মূল লক্ষ্য হচ্ছে জেলা সদর হাসপাতাল, উপজেলা হাসপাতার ও ইউনিয়ন পর্যায়ের কমিউনিটি ক্লিনিকের স্বাস্থ্য সেবার মানোন্নয়ন এবং নাগরিকদের স্বাস্থ্য অধিকার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা।

৭। পিইডিপি-৪ সাব কম্পোনেন্ট আউট অব স্কুল চিলড্রেন ঃ এই প্রকল্পটি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, বাংলাদেশ এর অর্থায়নে ১লা ফেব্রুয়ারী ২০২২হতে ৩১ জুলাই ২০২৩ মেয়াদে খাগড়াছড়ি জেলার দীঘিনালা উপজেলায় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের স্কুলমুখীকরণ।</td>
<td>দ্বি-মাসিক (মার্চ-এপ্রিল ২০২২খ্রি.) অগ্রগতির প্রতিবেদন ৫ই মে/২২খ্রি. তারিখের মধ্যে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।</td>
<td>জাবারাং কল্যাণ সমিতি, খাগড়াছড়ি।</td>
</tr>
<tr>
<td>০৩.</td>
<td><u>খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতিঃ</u> উপস্থিত প্রতিনিধি অর্থ ও প্রশাসনিক সমন্বয়কারী, জনাব যুগান্তর বিকাশ ত্রিপুরা জানান যে, খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি কর্তৃক বর্তমানে ৪টি উন্নয়ন প্রকল্প চলমান রয়েছে। তিনি প্রকল্পের অগ্রগতি সহ চলমান কার্যক্রম সমূহ তুলে ধরেন। প্রকল্পের নামঃ
ক. পার্বত্য অঞ্চলে বিকল্প উন্নয়নের জন্য কর্ম-গবেষণা ও সুশাসনের জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্প
খ. আমাদের জীবন,আমাদের স্বাস্থ্য, আমাদের ভবিষ্যৎ
গ. প্রমোটিং রাইটস থ্রো মোবিলাইজেশন এন্ড এমপাওয়ারম্যান্ট (প্রাইম)
ঘ. খাগড়াছড়ি'র নারী ও কিশোরীদের ক্ষমতায়নে কর্মউদ্যোগ
ক. পার্বত্য অঞ্চলে বিকল্প উন্নয়নের জন্য কর্ম-গবেষণা ও সুশাসনের জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্প ঃ এই প্রকল্পটি ব্রেড ফর ডি ওয়ার্ল্ড, জার্মানী অর্থায়নে (১,১৫,৬৪,৩৭০/- টাকা) খাগড়াছড়ি সদর উপজেলায় কার্যক্রম বাস্তবায়নের কাজ চলমান রয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতার উপর কার্যকর জবাবদিহীতা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করা।
প্রকল্পের অগ্রগতি ঃ
<table>
<tr><th>ক্র. নং</th><th>যে বিষয়ে কার্যক্রম</th><th>সংখ্যা (অংগ্রহণকারী/সুবিধাভোগীর সংখ্যা)</th></tr>
<tr><td>০১</td><td>গ্রামের উদ্যোগ সমূহকে সহায়তা</td><td>১৫টি (অংশগ্রহণকারী-২৬৬ জন)</td></tr>
<tr><td>০২</td><td>অংশগ্রহণমূলক কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা</td><td>১টি (অংশগ্রহণকারী-২৭ জন)</td></tr>
<tr><td>০৩</td><td>মিডিয়া,মেডিক্যাল ও অন্যান্য সেবা)</td><td>১৫ জন</td></tr>
<tr><td>০৪</td><td>জেলা নারী নেতৃত্বের সমন্বয় সভা</td><td>১টি (অংশগ্রহণকারী-১৬ জন)</td></tr>
<tr><td>০৫</td><td>দিবস উদযাপন</td><td>১টি (অংশগ্রহণকারী-১৫ জন)</td></tr>
<tr><td>০৬</td><td>এসডিজি বিষয়ক কর্মশালা</td><td>৩ টি উপজেলা</td></tr>
</table></td>
<td>দ্বি-মাসিক (মার্চ-এপ্রিল ২০২২খ্রি.) অগ্রগতির প্রতিবেদন ৫ই মে/২২খ্রি. তারিখের মধ্যে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।</td>
<td>কে.এম.কে.এস. খাগড়পুর, খাগড়াছড়ি।</td>
</tr>
</table>

খ. আমাদের জীবন, আমাদের স্বাস্থ্য, আমাদের ভবিষ্যৎ ঃ এটি সিমাভি ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, নেদ্যাারল্যান্ড এর সহযোগিতায় বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, বাংলাদেশ এর নেতৃত্বে (২,৫৮,৮৯,৩১৩/- টাকা) খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায়- মহালছড়ি ও গুইমারা উপজেলায় কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামের যুবতী নারী ও কিশোরী মেয়েরা যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার, মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা এবং নারীর প্রতি সহিংসতামুক্ত/নির্যাতনমুক্ত, মর্যাদাকর ও বৈষম্যমুক্ত জীবন যাপন করার লক্ষ্যে তাদের পদ্ধতিগত কারিগরি জ্ঞান ও প্রশাসনিক স্ব-ক্ষমতার জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি।

প্রকল্পের অগ্রগতি ঃ

ক্র. নং	পরিচালিত ও বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহ	সংখ্যা (অংগ্রহণকারী/সুবিধাভোগীর সংখ্যা)
০১	সেশন পরিচালনা	৩০টি ক্লাব (১২০০ জন কিশোরী ও নারী)
০২	পার্টনার ভিত্তিক প্রকল্প কর্মীদের মাসিক সমন্বয় সভা	২ টি (১০ জন প্রকল্প কর্মকর্তা ও কর্মী)
০৩	ক্লাষ্টার ভিত্তিক মাসিক সমন্বয় সভা	২ টি (৬ জন প্রকল্প কর্মকর্তা ও কর্মী)
০৪	নিয়মিত মাসিক সাপোর্ট সেশন প্রশিক্ষণ	১ টি (৫ জন কর্মী অংশগ্রহণ করেন)
০৫	যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য, অধিকার এবং জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা ও বাল্যবিবাহ বিষয়ে কমিউনিটি পর্যায়ে সেশন পরিচালনা	৩০ টি (১২০০ জন) প্রকল্প কর্মকর্তা ও কর্মী উপস্থিত ছিলেন।
০৬	মহালছড়ি ও গুইমারা উপজেলায় ২১ ফেব্রুয়ারীর শ্রদ্ধাঞ্জলী জ্ঞাপন	২ টি (প্রকল্পের কর্মীবৃন্দ)
০৭	কিশোরী ক্লাবের সেশন মনিটরিং	১০টি (প্রজেক্ট মনিপরিংএন্ড ইভালুয়েশন অফিসার)
০৮	নিয়মিত কিশোরী ক্লাবের মাসিক সেশন প্রশিক্ষণ	৪ টি (৩০জন ফিমেল মেন্টর অংশগ্রহণ করেন)
০৯	উপজেলায় পর্যায়ে এনজিও মাসিক সমন্বয় সভায় অংশগ্রহণ	৪ টি (মহালছড়ি ও গুইমারা উপজেলা)
১০	ক্লাস্টার মনিটরিং বাৎসরিক সভায় অংশগ্রহণ	২ টি
১১	প্রকল্পে আর্থিক অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করা	২টি

গ. প্রমোটিং রাইটস থ্রো মোবিলাইজেশন এন্ড এমপাওয়ারম্যান্ট (প্রাইম) ঃ এই প্রকল্পটি ব্রেড ফর ডি ওয়ার্ল্ড, জার্মানী অর্থায়নে (১৮,৬৯,২০০/- টাকা) খাগড়াছড়ি সদর উপজেলায় কার্যক্রম বাস্তবায়নের কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্প এলাকার বঞ্চিত নারীদের সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির পাশাপাশি নারী ও কন্যা শিশুর উপর সহিংসতার মাত্রা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধ করাই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

ঘ. খাগড়াছড়ি'র নারী ও কিশোরীদের ক্ষমতায়নে কর্মউদ্যোগ ঃ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার- খাগড়াছড়ি সদর ও গুইমারা উপজেলায় প্রান্তিক নারী ও কিশোরীদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার অর্জনে সহায়তাই এই প্রকল্পটির উদ্দেশ্য। এটি মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ এর ১,৪৪,১৫,৭৬৭/- টাকা অর্থায়নে ২২ মার্চ ২০২০খ্রি. হতে পরিচালিত হচ্ছে।

প্রকল্পের অগ্রগতি ঃ

ক্র.নং	পরিচালিত ও বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহ	সংখ্যা (অংগ্রহণকারী/সুবিধাভোগীর সংখ্যা)
১.	নারী ও কিশোরী দলের সাথে দ্বিমাসিক সভা	১৭ টি (৪২৫ জন অংশগ্রহণকারী)
২.	এ্যাপেক্স ফোরামে অর্ধ-বার্ষিক সভা	২ টি (২৮ জন অংশগ্রহণকারী)
৩.	মাসিক কর্মীসমন্বয় সভা	২ টি (১৬ জন অংশগ্রহণকারী)
৪.	কন্ভাকসেশন মিটিং	৪টি (অংশগ্রহণকারী ১১২ জন)
৫.	কনসালটেশন মিটিং সেবা প্রদানকারী সংস্থাসমূহের সাথে	১ টি (অংশগ্রহণকারী ২৮ জন)

০৪. <u>তৃণমূল উন্নয়ন সংস্থা</u> ঃ উপস্থিত প্রতিনিধি অর্থ ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা, জনাব রুমেন চাকমা তাঁর সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহের সার্বিক উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরেন। তিনি জানান- তাঁর কার্যালয় কর্তৃক বর্তমানে খাগড়াছড়ি জেলায় উন্নয়নমূলক ৬টি প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

চলমান প্রকল্প সমূহের নাম ঃ

১। আমাদের জীবন, আমাদের স্বাস্থ্য, আমাদের ভবিষ্যত;
২। টেকসই জীবিকায়ন সহায়তা প্রকল্প,
৩। তথ্য প্রাপ্তির অধিকারে নারীর অগ্রগতি,
৪। এক্টিভিটিং ভিলেজ কোর্ট প্রজেক্ট,
৫। কনজারভেশন কমিউনিকেশন আন্ডার চিটাগং হিল ট্রাকস ওয়াটারসেট কো-ম্যানেজমেন্ট একটিভিটি ও
৬। জীবন ও জীবিকা আন্ডার চিটাগং হিল ট্রাকস ওয়াটারসেট কো-ম্যানেজমেন্ট একটিভিটি।

১। আমাদের জীবন, আমাদের স্বাস্থ্য আমাদের ভবিষ্যত ঃ তিনি বলেন- এই প্রকল্পটি নারী প্রগতি সংঘ ও সিমাভি, নেদ্যারল্যান্ড এর অর্থায়নে (২,৫৮,৯৮,৩১৩/-টাকা) খাগড়াছড়ি জেলার দীঘিনালা উপজেলার- বাবুছড়া, কবাখালি, বোয়ালখালি, দীঘিনালা সদর ও মেরুং ইউনিয়নে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কিশোরী মেয়েদের জন্য এমন একটি পরিবেশ তৈরী করা যেখানে তারা বেড়ে উঠার সময়টুকুটে সবরকম সহিংসতা ও বৈষম্য থেকে মুক্ত থাকবে।

প্রকল্পের অগ্রগতি ঃ

ক্র.নং	সম্পাদিত কার্যক্রমের বিবরণ	টার্গেট	টার্গেট
১.	কিশোরী ক্লাব পর্যায়ে কিশোরীদের সাথে কিশোরী সেশন	৩৬০টি সেশন	৩৬০টি সেশন
২.	যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার, বাল্যবিবাহ বিষয়ে পিতা- মাতাদের সাথে সেশন	৪২ টি সেশন	৪২ টি সেশন
৩.	ফিমেল মেন্টরদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত মাসিক সেশন পরিচালনা করা	২টি	২টি

২। টেকসই জীবিকায়ন সহায়তা প্রকল্প ঃ পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের

দ্বি-মাসিক (মার্চ-এপ্রিল ২০২২খ্রি.) অগ্রগতির প্রতিবেদন ৫ই মে/২২খ্রি. তারিখের মধ্যে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

তৃণমূল উন্নয়ন সংস্থা, খাগড়াছড়ি।

জন্য খাগড়াছড়ি জেলার সদর উপজেলা এবং দিঘীনালা উপজেলায়- মেরুং ও বোয়ালখালী ইউনিয়নে এবং মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ এর অর্থায়নে ১,২২,০৫,৭০৬/- টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তয়নের কাজ চলমান রয়েছে।

৩। তথ্য প্রাপ্তির অধিকারে নারীর অগ্রগতি ঃ এই প্রকল্পটি দ্যা কার্টার সেন্টার, ইউএসএ এর অর্থায়নে (৮৪,৬৭,২৬০/- টাকা) খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার- খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা, দিঘীনালা, মাটিরাঙ্গা ও পানছড়ি উপজেলায় বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

প্রকল্পের অগ্রগতি ঃ

ক্র.নং	যে বিষয়ে কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে তার নাম	সুবিধাভোগী/প্রশিক্ষণার্থী/সংখ্যা/কর্মশালা	মন্তব্য
১.	উঠান বৈঠক	১৪টি অংশগ্রহণকারী মোট-১৬১জন; নারী-১৬১, পুরুষ-০	
২.	পথ নাটক ইউনিয়ন পর্যায়	৯টি, অংশগ্রহণকারী-১৮১০জন; নারী-১২০৫, পুরুষ-৬০৫	
৩.	তথ্য বুথ ক্যাম্প	৩টি	
৪.	অভিজ্ঞতা বিনিময় সভা	৩টি	
৫.	তথ্য অধিকার বিষয়ক মেইনস্ট্রেমিং আলোচনা সভা	২টি অংশগ্রহণকারী মোট-২৫জন, নারী-১২, পুরুষ-১৩	
৬.	তথ্য বিনিময় কর্মশালা	১টি, অংশগ্রহণকারী মোট-৫৫; নারী-৩৪, পুরুষ-২১	

৪। এক্টিভিটিং ভিলেজ কোর্ট প্রজেক্ট ঃ এই প্রকল্পটি ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন ও ইউএনডিপি এর অর্থায়নে (৪,১৭,৯৫,০৬৩.১৩/- টাকা) খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার সমগ্র উপজেলায় কার্যক্রম বাস্তবায়নের কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হচ্ছে, "বাংলাদেশের সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বিচার ব্যবস্থায় প্রবেশাধিকার বৃদ্ধিতে অবদান রাখা"।

প্রকল্পের অগ্রগতি ঃ

ক্র.নং	যে বিষয়ে কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে তার নাম	সুবিধাভোগী/প্রশিক্ষণার্থী/সংখ্যা/কর্মশালা	মন্তব্য
১.	ঐতিহ্যবাহী/প্রথাগত প্রতিষ্ঠানের রীতি, পদ্ধতি ও প্রথাগত বিচার প্রক্রিয়া সমুহের উপর প্রথাগত নেতৃবৃন্দকে জেলা পর্যায়ে ৩ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ। ১১৮০টি পাড়ার ১১৮০ জন কার্বারী, ১২১ জন হেডম্যান ও অন্যান্য সহ মোট= ১৫৩০ জন। (৫১ ব্যাচ প্রশিক্ষণ)	**নভেম্বর ও ডিসেম্বর** মাসে মোট ২৬ ব্যাচ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। মোট অংশগ্রহনকারী- ৭৮০ জন (পুরুষ ৬৬৫ জন, নারী ১১৫ জন)। যার মধ্যে ছিল হেডম্যান-৬৫ জন এবং কার্বারী- ৭১৫ জন।	
২.	সার্কেল কর্তৃক হেডম্যান-কার্বারীদের নিয়ে বার্ষিক লার্নিং ও শেয়ারিং সম্মেলন (১টি সম্মেলন)	১১ ডিসেম্বর/২১ মাসে আয়োজন করা হয়েছে। মোট ৬৭৫ জন অংশগ্রহন করেছেন। হেডম্যান ১২০ জন এবং কার্বারী ৫৫৫ জন।	
৩.	হেডম্যানদের বার্ষিক লার্নিং ও শেয়ারিং সম্মেলন (১টি সম্মেলন)	১০ ডিসেম্বর/২১ মাসে আয়োজন করা হয়েছে। মোট ১২০ জন হেডম্যান অংশগ্রহন করেছেন।	
৪.	কার্বারী নেটওয়ার্কের বার্ষিক লার্নিং ও শেয়ারিং সম্মেলন (১টি সম্মেলন)	১১ ডিসেম্বর/২১ মাসে আয়োজন করা হয়েছে। মোট ৫০০ জন কার্বারী অংশগ্রহন করেছেন ।	
৫.	নারী কার্বারী নেটওয়ার্কের বার্ষিক লার্নিং ও শেয়ারিং সম্মেলন (১টি সম্মেলন)	১২ ডিসেম্বর/২১ মাসে আয়োজন করা হয়েছে। মোট ৩০০ জন নারী কার্বারী অংশগ্রহন করেছেন ।	
৬.	সার্কেল, জেলা প্রশাসন ও আঞ্চলিক পরিষদের মনিটরিং পরিদর্শন	১.বিগত ১০/১১/২০২১ ইং তারিখে মাননীয় জেলা প্রশাসক ও দীঘিনালা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মহোদয় দীঘিনালা উপজেলার বাবুছড়া এলাকার যুরাপাড়ায় আমাদের প্রকল্প কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন। ২. বিগত ১৭/১২/২০২১ ইং তারিখে মাননীয় মং সার্কেলের রাজা সাচিংপ্রু চৌধুরী মহোদয় মহালছড়ি উপজেলার মনাটেক এলাকায় আমাদের প্রকল্প কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন।	
৭.	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের মনিটরিং পরিদর্শন। (৯ টি পরিদর্শন)	বিগত ১০/১১/২০২১ ইং তারিখে দীঘিনালা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব ফাহমিদা মোস্তফা মহোদয় দীঘিনালা উপজেলার বাবুছড়া ইউনিয়নের যুরাপাড়ায় প্রকল্প কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন।	
৮.	মং সার্কেলের রাজপূণ্যাহ আয়োজনের জন্য সহায়তা ১ বার	১০ ডিসেম্বর/২১ মাসে আয়োজন করা হয়েছে। মোট ১৫০০ জন অংশগ্রহন করেছেন। হেডম্যান ১২০ জন এবং কার্বারী ১৩৮০ জন।	
৯.	কমিউনিটি মবিলাইজার কর্তৃক উঠান বৈঠক (প্রথাগত বিচার ব্যবস্থা) ৩১৬৭ টি।	৮৪০ টি উঠান বৈঠক করা হয়েছে। মোট অংশগ্রহনকারী ২৫,১৯২ জন। (পুরুষ-১৫,৬০৫ জন এবং নারী -৯,৫৮৭ জন।)	
১০.	মৌজা পর্যায়ে যুবদল কর্তৃক পথনাটক মঞ্চায়ন/সচেতনতা বৃদ্ধিমুলক সেশনের আয়োজন (প্রতি ইউনিয়নে ২ টি করে)	মৌজা পর্যায়ে যুবদল কর্তৃক ৩২ টি পথনাটক মঞ্চায়ন/সচেতনতা বৃদ্ধিমুলক সেশনের আয়োজন করা হয়েছে। মোট দর্শক আনুমানিক ৪৫৬৭ জন।	
১১.	পার্বত্য চট্টগ্রামে গ্রাম আদালত কার্যকর করার সুযোগ এর সম্ভাব্যতা অন্বেষণ/ব্যাপ্তি যাচাই করার লক্ষ্যে এক বছরের জন্য কর্ম গবেষণা (খাগড়াছড়ি জেলার দীঘিনালা উপজেলাতে ৫টি ইউনিয়নে)।		

৫। কনজারভেশন কমিউনিকেশন আন্ডার চিটাগং হিল ট্রাক্স ওয়াটারসেট কো-ম্যানেজমেন্ট একটিভিটি ঃ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার সদর উপজেলা, পানছড়ি, মহালছড়ি, মাটিরাঙ্গা, দিঘীনালা, গুইমারা ও লক্ষীছড়ি উপজেলায় অবস্থিত ভিসিএফ কমিটি, নেটওয়ার্কিং ও ভিসিএফ এলাকার পাড়াবাসীদের জলবায়ু পরিবর্তন, বন্য প্রাণি সংরক্ষণ, ছড়া ঝিড়িসহ পানির সকল উৎস সংরক্ষণ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং ইউএনডিপি, বাংলাদেশ এর অর্থায়নে ১৫,৪৩,৬৮২/- টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

প্রকল্পের অগ্রগতি ঃ

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><th>ক্র.নং</th><th>যে বিষয়ে কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে তার নাম</th><th>সুবিধাভোগী/প্রশিক্ষণার্থী/সংখ্যা/কর্মশালা</th><th>মন্তব্য</th></tr>
<tr><td>১.</td><td>জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে সচেতনতামূলক আলোচনা</td><td>মোট ১২০ জন, পুরুষ ৭৬ জন, নারী ৪৪ জন।</td><td>৩ টি কর্মশালা</td></tr>
<tr><td>২.</td><td>ভিসিএফ পর্যায়ে পাড়াবাসীদের মতবিনিময় সভা</td><td>মোট ১২০ জন, পুরুষ ৫২ জন, নারী ৪০ জন।</td><td>১টি</td></tr>
</table>
৬। জীবন ও জীবিকা আন্ডার চিটাগং হিল ট্রাকস ওয়াটারসেট কো-ম্যানেজমেন্ট একটিভিটি ঃ খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার সকল উপজেলায় প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষা ও ব্যবস্থাপনায় টেকসই দক্ষতা আনয়নের জন্য ইউএনডিপি, বাংলাদেশ এর আর্থিক সহায়তায় মোট বরাদ্দ ৩,০৭,৮১,৬১১/- টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের কাজ চলমান রয়েছে।
প্রকল্পের অগ্রগতি ঃ
<table>
<tr><th>ক্র.নং</th><th>যে বিষয়ে কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে তার নাম</th><th>সুবিধাভোগী/প্রশিক্ষণার্থী/সংখ্যা/কর্মশালা</th><th>মন্তব্য</th></tr>
<tr><td>১.</td><td>জীবন ও জীবিকা এবং সামাজিক সংহতি প্রশিক্ষণ</td><td>৫টি ভিসিএফ (মহালছড়ি-২, লক্ষিছড়ি-১, দীঘিনালা-১, লংগদু-১)</td><td>মোট অংশগ্রহণকারী-১৩৭ জন।</td></tr>
<tr><td>২.</td><td>জীবন ও জীবিকা এবং সামাজিক সংহতি প্রশিক্ষণ</td><td>৪টি ভিসিএফ (খাগড়াছড়ি সদর-১, মহালছড়ি-২, লক্ষিছড়ি-১)</td><td>মোট অংশগ্রহণকারী-১২০ জন।</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>০৫.</td>
<td>
<u>ব্র্যাক</u> ঃ ব্র্যাক এনজিও সংস্থার উপস্থিত প্রতিনিধি জেলা সমন্বয়কারী, জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা জানান- তাঁর সংস্থা কর্তৃক বর্তমানে ৩টি উন্নয়নমূলক প্রকল্প/কর্মসূচি চলমান রয়েছে। কর্মসূচী গুলো হচ্ছে ১। মাইক্রোফাইন্যান্স কর্মসূচি, ২। ম্যালেরিয়া নির্মূল কর্মসূচি ও ৩। যক্ষা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি এবং পরবর্তীতে তিনি সংস্থা কর্তৃক গৃহিত কার্যক্রম তুলে ধরেন। তিনি আরো জানান- তাঁর সংস্থা কর্তৃক বর্তমানে খাগড়াছড়ি জেলায় ৩টি কর্মসূচি চলমান রয়েছে।
১। মাইক্রোফাইন্যান্স কর্মসূচি ঃ ব্র্যাক মাইক্রোফাইন্যান্স (দাবি) ও মাইক্রোফাইন্যান্স (প্রগতি)। ব্র্যাক মাইক্রোফাইন্যান্স এ কর্মসূচীর মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা হয়।
ব্র্যাক মাইক্রোফাইন্যান্স (দাবি) কর্মসূচির অগ্রগতি ঃ মোট গ্রাম সংগঠন-৫৭০ টি, দুই মাসে মোট ঋণ বিতরণ-১৭৩৫ জনকে ৭৮৬.০০ লক্ষ টাকা, মোট ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা-২৪০৬ জন, ঋণের স্থিতি-৩৩২০.৪০ লক্ষ টাকা, সঞ্চয় আমানত-২৩০৯০ জনের ২১৫০.৩০ লক্ষ টাকা, অনাদায়ী (বকেয়া) ঋণ-৭০৩০ জনের কাছে ৩৫.৪০ লক্ষ টাকা, সদস্য বা সদস্যের স্বামীর মৃত্যুজনিত বীমা প্রদান-০৯ জনকে ২.২০ লক্ষ টাকা এবং সদস্য বা সদস্যের স্বামীর মৃত্যুজনিত কারণে ঋণ মওকুফ করা হয়- ০৯ জনকে ২.২০ লক্ষ টাকা।
ব্র্যাক মাইক্রোফাইন্যান্স (প্রগতি) কর্মসূচির অগ্রগতি ঃ মোট সদস্য সংখ্যা-১৫৬০জন, দুই মাসে মোট ঋণ বিতরণ-২৫৮ জনকে ৪৬০.৪০ লক্ষ টাক, মোট ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা-১১৭২ জন, ঋণের স্থিতি-১৪৮৮.৬০ লক্ষ টাকা, সঞ্চয় আমানত-১৬০০ জনের ৪৪৮০.৫০ লক্ষ টাকা এবং অনাদায়ী (বকেয়া) ঋণ-৪৮জনে কাছে ৪২৬.৫০ লক্ষ টাকা।
২। ম্যালেরিয়া নির্মূল কর্মসূচি ঃ ম্যালেরিয়া নির্মুলের লক্ষ্যে জাতীয় ম্যালেরিয়া নির্মূল কর্মসূচি ও ব্রাক যৌথভাবে কাজ করছে। কর্মসূচীর অগ্রগতি ঃ ম্যালেরিয়া রোগী সনাক্তের জন্য রক্ত পরীক্ষা-১৮৩১০ জনের, ম্যালেরিয়া রোগী সনাক্ত(পজেটিভ)- ০৪ জন এবং দীর্ঘস্থায়ী কীটনাশক যুক্ত মশারী বিতরণ হয়েছে-৫৪১৫ টি।
৩। যক্ষা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি ঃ যক্ষা নিয়ন্ত্রণের জন্য জাতীয় যক্ষা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি ও ব্রাক যৌথ ভাবে কাজ করছে। কর্মসূচীর অগ্রগতি ঃ যক্ষা কফ পরীক্ষা-৩৫৪৫ জন, কফ পরীক্ষার মাধমে যক্ষা রেগী সনাক্ত (পজিটিভ)- ১৬৮ জন, এক্স-রে এর মাধ্যমে যক্ষা পরীক্ষা-৯৭৮ জন, মোট চিহ্নিত যক্ষা রোগী-৫৮ জন, যক্ষা থেকে আরোগ্য রোগী-২২৬ জন, চিকিৎসাধীণ যক্ষা রোগী-৫৬২ জন এবং ৮ যক্ষা এক্স-রে পরীক্ষার ক্ষেত্রে আর্থিক সাপোর্ট প্রদান (দারিদ্রদেরকে)- ৫০ জনকে ২৩২৬০ টাকা।
</td>
<td>দ্বি-মাসিক (মার্চ-এপ্রিল ২০২২খ্রি.) অগ্রগতির প্রতিবেদন ৫ই মে/২২খ্রি. তারিখের মধ্যে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।</td>
<td>ব্র্যাক, খাগড়াছড়ি।</td>
</tr>
<tr>
<td>০৬.</td>
<td>
<u>ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ও সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক)</u> ঃ সমন্বয় সভায় উপস্থিত এরিয়া কোঅর্ডিনেটর, জনাব মোঃ আবদুর রহমান জানান- সনাক মূলত উন্নয়নের জন্য সরকারি নীতি/ আইন, প্রক্রিয়া, চর্চা এবং ভুলের দৃষ্টান্ত ইত্যাদি সংস্কারের জন্য প্রবর্তক ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় জনগণের চাহিদা তৈরী এবং দুর্নীতি মোকাবেলা করতে জনগণের সামর্থ্যকে শক্তিশালী করা। তিনি আরো জানান- তাঁদের সংস্থা বর্তমানে বিল্ডিং ইন্টিগ্রিটি ব্লকস ফর ইফেক্টিফ চেঞ্জ (বিবেক-২) নামে FCDO (DFID), Embassy of Denmark, SIDA and SDC এর অর্থায়নে ৩ মাস মেয়াদী (জানুয়ারী-মার্চ ২০২২) ১,৮২,৪৭৬/- টাকা ব্যয়ে খাগড়াছড়ি জেলার সদর উপজেলায় প্রকল্পটি উন্নয়মূলক কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
আলোচ্য সময়ে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ ঃ
<table>
<tr><th>ক্র. নং</th><th>যে বিষয়ে কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে তার নাম</th><th>সুবিধাভোগী/প্রশিক্ষণার্থী/গ্রাহক/কর্মশালা...সংখ্যা</th><th>মন্তব্য</th></tr>
<tr><td>ক.</td><td>এনগেজমেন্ট অব সনাক মেম্বারস</td><td>০২ টি, উপস্থিতি: ৪০ (নারী: ১২, পুরুষ: ২৮) জন</td><td></td></tr>
<tr><td>খ.</td><td>এনগেজমেন্ট অব স্বজন মেম্বারস</td><td>০২ টি, উপস্থিতি: ৩৪ (নারী: ০৭, পুরুষ: ২৭)জন</td><td></td></tr>
<tr><td>গ.</td><td>স্থানীয় সরকারের সাথে সনাক এর ত্রৈমাসিক মতবিনিময় সভা</td><td>০১ টি, উপস্থিতি: ২৬ (নারী: ০৮, পুরুষ: ১৮) জন</td><td></td></tr>
<tr><td>ঘ</td><td>আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন</td><td>০১ টি, উপস্থিতি: ১৩ (নারী: ৫, পুরুষ: ১৮) জন</td><td></td></tr>
</table>
</td>
<td>দ্বি-মাসিক (মার্চ-এপ্রিল ২০২২খ্রি.) অগ্রগতির প্রতিবেদন ৫ই মে/২২খ্রি. তারিখের মধ্যে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।</td>
<td>টিআইবি ও সনাক, খাগড়াছড়ি</td>
</tr>
<tr>
<td>০৭.</td>
<td><u>প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র</u> ঃ উপস্থিত প্রতিনিধি জনাব সুনয়ন চাকমা জানান, তাঁদের সংস্থা নিজস্ব অর্থায়নে আয় ও কর্মসংস্থান মূলক কর্মসূচী অর্থ্যাৎ ক্ষুদ্র ব্যবসা, কুঠির শিল্প, বিবিধ উৎপাদন, কৃষি প্রকল্প, দোকান ব্যবসা, রিক্সা/ভ্যান, গবাদি পশু প্রতিপালন, ব্রয়লার প্রতিপালন, কাচামাল ব্যবসায়</td>
<td>দ্বি-মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ০৫/০৫/২০২২খ্রি.</td>
<td>প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র,</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>ঋণ প্রদান করে থাকে। জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী/২০২২খ্রি. মাসে ১৯০৫ জন সদস্যের মাঝে ঋণ বিতরনের পরিমাণ ৬,৫৩,৩০,০০০/- টাকা, সঞ্চয় আদায় ১,৩০,২৫,০৪৫/- টাকা, ঋণ আদায় ৫,৬৮,৫৭,৮৭৪/- টাকা, নতুন সদস্য ভর্তি ২০৩ জন, সঞ্চয় ফেরত ৭২,১৩,৭৬৮/- টাকা, মেয়াদ উত্তীর্ণ ঋণ ৭২,৫৩,২০৫/- টাকা, মোট সদস্য সংখ্যা ১০৬০২জন এবং আদায়ের হার ৯৭%। এছাড়াও অন্যান্য দাপ্তিরিক কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলমান রয়েছে।</td><td>তারিখের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে।</td><td>খাগড়াছড়ি।</td></tr>
<tr><td>০৮.</td><td><u>আলো</u> ঃ উপস্থিত প্রতিনিধি জনাব রচয়িতা খীসা জানান- তাঁর সংস্থা কর্তৃক ২টি প্রকল্প চলমান রয়েছে। প্রকল্প নাম ঃ ১। EPRRL (Ethnic Peoples Rights & Resilient Livelihoods) ও ২। RMC (Rural Micro Credit).
১। RMC (Rural Micro Credit) ঃ প্রকল্পটি খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাধীন দীঘিনালা উপজেলার বোয়ালখালী, কবাখালী, মেরুং ও সদর ইউনিয়নে নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত হচ্ছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে সহজ শর্তে ঋণ সুবিধাদি প্রদান সাপেক্ষে এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠির দারিদ্র্য বিমোচন তথা আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন করা।
প্রকল্পের অগ্রগতি ঃ
<table>
<tr><th>ক্র: নং</th><th>যে বিষয়ে কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে তার নাম</th><th>সুবিধাভোগী/প্রশিক্ষণার্থী/গ্রাহক/কর্মশালা ..সংখ্যা</th><th>মন্তব্য</th></tr>
<tr><td>১</td><td>ঋণ বিতরণ- ৪,১৫,০০০/- টাকা</td><td>১৫ জন</td><td></td></tr>
<tr><td>২</td><td>ঋণ/ কিস্তি আদায়- ৪,১৯,২০০/- টাকা</td><td>১৮৬ জন</td><td></td></tr>
<tr><td>৩</td><td>ঋণ স্থিতি- ৫,৫২,১০১২/- টাকা</td><td>৮১৪ জন</td><td></td></tr>
<tr><td>৪</td><td>সঞ্চয় আদায়- ৭৪,৮০৫/- টাকা</td><td>২৪৬ জন</td><td></td></tr>
<tr><td>৫</td><td>সঞ্চয় ফেরত- ৫৬,৫৯১/- টাকা</td><td>৯ জন</td><td></td></tr>
<tr><td>৬</td><td>সঞ্চয় স্থিতি- ১৯,৩৮,০২৫/- টাকা</td><td>৯৩৯ জন</td><td></td></tr>
<tr><td>৭</td><td>সার্ভিস চার্জ আদায়- ৫২,২৩১/- টাকা</td><td>১৮৬ জন</td><td></td></tr>
<tr><td>৮</td><td>নতুন সমিতি গঠন</td><td>১টি</td><td></td></tr>
<tr><td>৯</td><td>নতুন সদস্য ভর্তি</td><td>৯ জন</td><td></td></tr>
<tr><td>১০</td><td>সদস্য বাতিল</td><td>৫ জন</td><td></td></tr>
<tr><td>১১</td><td>মোট ঋণীর সংখ্যা</td><td>৮১৪ জন</td><td></td></tr>
<tr><td>১২</td><td>মোট সমিতির সংখ্যা</td><td>৬৮ টি</td><td></td></tr>
<tr><td>১৩</td><td>মোট সদস্য সংখ্যা</td><td>৯৩৯ জন</td><td></td></tr>
</table>
২। EPRRL (Ethnic Peoples Rights & Resilient Livelihoods) ঃ প্রকল্পটি (Manusher jonno Foundation) Bangladesh এর অর্থায়নে মোট বরাদ্দ ১,৪৩,৯৮,০২৭/- টাকা এবং চলতি বছরে ২১,৬৭,১৫১/- টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় গুইমারা ও দীঘিনালা উপজেলায় (গুইমারা থেকে - ৩টি ও দীঘিনালা থেকে - ১টি ইউনিয়ন) কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। আলোচ্য সময়ে অগ্রগতি ঃ SHG (Self-Help Group) গ্রুপের সাথে মাসিক আলোচনা সভা- কর্মশালার সংখ্যা ৩০, উপস্থিত: ৪৯৬ জন; LCYF (Local Community Youth Forum) গ্রুপের সাথে মাসিক আলোচনা সভা- কর্মশালার সংখ্যা ০৬, উপস্থিত: ২৪ জন, প্রকল্প এলাকায় SMC (School Managing Committee) & PTA (Parent, Teacher's Association) এর সাথে সভা- কর্মশালার সংখ্যা ০৪, উপস্থিত: ৯৫ জন এবং দীর্ঘমেয়াদী পাড়ায় কর্মকৌশল পরিকল্পনা কর্মশালা- কর্মশালার সংখ্যা ০২, উপস্থিত: ৪৮ জন।</td><td>দ্বি-মাসিক (মার্চ-এপ্রিল ২০২২খ্রি.) অগ্রগতির প্রতিবেদন ৫ই মে/২২খ্রি. তারিখের মধ্যে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।</td><td>আলো, খাগড়াছড়ি।</td></tr>
<tr><td>০৯.</td><td><u>দি লেপ্রসি ইন্টারন্যাশনাল-বাংলাদেশ</u> ঃ উপস্থিত প্রতিনিধি টুন্টু চাকমা জানান- বর্তমানে তাঁদের সংস্থা কর্তৃক সিএইচটি লেপ্রসি কন্ট্রোল এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন প্রজেক্ট নামে ১টি প্রকল্প দি লেপ্রসি মিশন ইন্টারন্যাশনাল-ইউকে এর অর্থায়নে চলমান রয়েছে। বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত, শারিরীক প্রতিবন্ধী এবং অন্যান্য পিছিয়ে পড়া মানুষের স্বাস্থ্য সেবা সমূহ, স্বাস্থ্য সর্ম্পকিত জ্ঞান ও স্ব-পরিচর্যা অনুশীলন উন্নয়নের মাধ্যমে স্বাস্থ্য অবস্থা উন্নয়ন করাই প্রকল্পের উদ্দেশ্য। আলোচ্য সময়ে যেসব কার্যক্রম অগ্রগতি সম্পন্ন হয়েছে। তা নিম্নরুপ ঃ দিঘীনালাতে = ০২ জন (পিবি), মাটিরাঙ্গাতে = ০৪ জন (এম-০১, পিবি-০৩), গুইমারাতে = ০১ জন (পিবি) সর্বমোট =০৭ জন (এমবি ০১, পিবি-০৬) নতুন কুষ্ঠ রোগী সনাক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে চিকিৎসাধীন রোগী সংখ্যা= ৬০ জন (এমবি-২৩, পিবি-৩৭)।</td><td>দ্বি-মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ০৫/০৫/২০২২খ্রি. তারিখের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে।</td><td>দি লেপ্রসি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, খাগড়াছড়ি।</td></tr>
<tr><td>১০.</td><td><u>পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র</u> ঃ উপস্থিত প্রতিনিধি সিনিয়র ম্যানেজার, জনাব আবদুল হক ভূইয়া জানান- খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার দীঘিনালা, পানছড়ি, খাগড়াছড়ি সদর ও মহালছড়ি উপজেলায় তাঁদের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে সঞ্চয় কার্যক্রম, সহজ শর্তে ঋণ বিতরণ, ঋণ আদায়, ঋণের বীমা, রেমিট্যান্স কার্যক্রম। তিনি আরো জানান- মাইক্রোফাইন্যান্স আওতায় জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী/২০২২ইং মাসে নতুন ও পুরাতন সদস্য মিলে সর্বমোট ৯৯৫ জন সদস্যকে ১৪,৯৭,৭৩,,০০০/-(চৌদ্দ কোটি সাতানব্বই লক্ষ তিয়াত্তর হাজার হাজার) টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ঋণ আদায়যোগ্যের পরিমাণ ৯,৪৫,৪০,৫৫৫/-টাকা, নিয়মিত আদায় হয়েছে ৯,১০,৭৪,৭৯৫/- টাকা। আদায় হার ৯৬.০৯%। ০৬ জন মৃত সদস্যকে ৪,৩৪,৪৩৫/- টাকা ঋণ মওকুফ করা হয়েছে। বিদেশ থেকে প্রেরিত রেমিট্যান্স বাবদ ০৫ জন গ্রাহককে ২,৮১,৪৫০/-টাকা প্রদান করা হয়েছে।</td><td>দ্বি-মাসিক (মার্চ-এপ্রিল ২০২২খ্রি.) অগ্রগতির প্রতিবেদন ৫ই মে/২২খ্রি. তারিখের মধ্যে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।</td><td>পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র, খাগড়াছড়ি।</td></tr>
<tr><td>১১.</td><td><u>কাবিদাং</u> ঃ সভায় উপস্থিত প্রতিনিধি নির্বাহী পরিচালক, জনাব লালসা চাকমা জানান, তাঁর সংস্থা কর্তৃক বর্তমানে ১টি উন্নয়ন প্রকল্প খাগড়াছড়ি জেলায় কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। যথা- ১। Promotion of</td><td>দ্বি-মাসিক (মার্চ-এপ্রিল ২০২২খ্রি.)</td><td>কাবিদাং,</td></tr>
</table>

	Agro-ecology Practices in the Chattogram Hill Tracts-Bangladesh (PAEP). ১। **Promotion of Agro-ecology Practices in the Chattogram Hill Tracts-Bangladesh (PAEP) ঃ** প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু সহনশীল, কৃষি পরিবেশের গবেষণা ও উন্নয়নে সমন্বিত সহযোগিতা এবং খাদ্য নিরাপত্তার উন্নয়ন ঘটানোই এর প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। এই প্রকল্পটি কাবিদাং এর সাতে কারিতাস বাংলাদেশ ২০২০ হতে সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত কাজ করার চুক্তিবদ্ধ হয়। আবারও দ্বিতীয় পর্যায়ে অক্টোবর ২০২১ হতে ২০২৪ পর্যন্ত চলবে। প্রকল্পের অগ্রগতিঃ প্রকল্পের (দ্বিতীয় পর্যায়) এর কাজ করার জন্য কর্ম এলাকায় সার্ভে/জরিপের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং কমিউনিটি এ্যাগ্রিকালচার লার্নিং সেন্টর এ উপর ২০৮ জন অংশগ্রহণকারী নিয়ে ৭ টি গ্রামে মিটিং করা হয়েছে।	অগ্রগতির প্রতিবেদন ৫ই মে/২২খ্রি. তারিখের মধ্যে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	খাগড়াছড়ি।
১২.	**<u>কারিতাস, বাংলাদেশ</u> ঃ** সভায় উপস্থিত প্রতিনিধি মাঠ কর্মকর্তা, জনাব মোঃ সোলায়মান জানান, তাঁদের সংস্থা কর্তৃক বর্তমানে ৩টি উন্নয়ন প্রকল্প চলমান রয়েছে। প্রকল্পগুলো হচ্ছে যথা ঃ ১। সিপিপি পিএইপি প্রকল্প-২ (সিএইটি), ২। প্রতিবন্ধী, প্রবীণ এবং মাদকাসক্তদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণ (এএসডিভিবি) ও ৩। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বঞ্চিত শিশুদের শিক্ষা (ইপিডিসি-সিএইচটি)। **১। সিপিপি পিএইপি প্রকল্প-২ (সিএইটি) ঃ** প্রকল্পটি খাগড়াছড়ি জেলার মানিকছড়ি উপজেলায় ৩টি ইউনিয়নে দাতা সংস্থা **AGENCE FRANCAISE DEVELOPMENT** এর অর্থায়ণে ১২,৪৭,৯৮৪/- টাকা ব্যয়ে চলমান রয়েছে। এই প্রকল্পের কার্যক্রম হচ্ছে অর্গানিক ফার্মিং প্র্যাকটিস (সব্জী, ধান, অর্থকরী), জুম চাষাবাদ(আপ-গ্রেড), মাল্টিস্টোরিড হর্টিকালচার, স্মল লাইভস্টক ও পোল্ট্রি, নার্সারী, ফিস কালচার, যুবক ও মহিলা উদ্যোক্তা, সোস্যাল টেকনিক্যাল এনিমেটর, মৌ চাষ ইত্যাদি। প্রকল্পের অগ্রগতি ঃ মুরগী বিতরণ-১৬২জন, হাঁস বিতরণ-০৮জন, শীতকালীন শাক-সবজি বিতরণ (মূলা, বরবটি, লালশাক, মিষ্টি কুমড়া, ধনিয়া, লাউ তিত করলা, শসা)-১৭০জন, গম বিতরণ-২৫জন, ভুট্টা বিতরণ-১০ জন এবং গম ও ভুট্টার বীজ বিতরণ-৩৫জন। **২। প্রতিবন্ধী, প্রবীণ এবং মাদকাসক্তদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণ (এএসডিভিবি) ঃ** এটি খাগড়াছড়ি জেলার সদর ইউনিয়নে কারিতাস জার্মানী ও বিএমজেড এর আর্থিক সহায়তায় ৫,৩৬,২৬৬/- টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। এটি মূলত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, প্রবীণ ও মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের সেমিনার, ওয়ার্কশপ, ট্রেনিং, মাসিক সভা, আইজিএ সহায়তা, চিকিৎসা সহায়তা, শিক্ষা সহায়তা, সহায়ক উপকরণ বিতরণ বিতরণ এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। আলোচ্য সময়ে অগ্রগতি ঃ প্রবীণ ও প্রতিবন্ধীদের প্রতি যত্ন ও দায়িত্ব বিষয়ক সচেতনতামূলক সেমিনার- সুবিধাভোগী ৩০ জন, প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মাসিক সভা- সুবিধাভোগী ২৪০ জন, প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পরিবার পরিদর্শণ- সুবিধাভোগী ৪২৫জন, মাদক বিরোধী সচেতনতামূলক প্রোগ্রাম- সুবিধাভোগী ৬০জন, ইউনিয়ন ফোরাম কমিউনিটি মিটিং - সুবিধাভোগী ১০ জন। **৩। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বঞ্চিত শিশুদের শিক্ষা (ইপিডিসি-সিএইচটি) ঃ** প্রকল্পটি খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙ্গা, দীঘিনালা ও সদর উপজেলায় Kindermissions werk Germany এর অর্থায়ণে ১৩,৬২,৪০০/- টাকা ব্যয়ে চলমান রয়েছে। প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে- পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের দূর্গম ও প্রত্যন্ত এলাকার সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের মানবিক মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য গুনগত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা এবং নৈতিক গঠন নিশ্চিত করা, যেন তাদের উচ্চ শিক্ষার ইচ্ছা ও সুযোগ সৃষ্টি হয়। আলোচ্য সময়ে অগ্রগতি ঃ সুবিধাভোগী শিক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা ১৩টি এবং সুবিধাভোগী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ২৩০জন	দ্বি-মাসিক (মার্চ-এপ্রিল ২০২২খ্রি.) অগ্রগতির প্রতিবেদন ৫ই মে/২২খ্রি. তারিখের মধ্যে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	কারিতাস, বাংলাদেশ, মানিকছড়ি, খাগড়াছড়ি।
১৩.	**<u>ওয়াইডব্লিউসিএ</u> ঃ** উপস্থিত প্রতিনিধি সাধারণ সম্পাদিকা, জনাব প্রতিমা রোয়াজা জানান, তাঁর সংস্থা বাংলাদেশ ওয়াইডাব্লিউসিএ ৩/২৩ ইকবালরোড মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ এর অর্থায়নে (১,০৬,৫০,৫৩৮/- টাকা) খাগড়াছড়ি জেলায় Promotion of Women's Right and Child Development নামে ১টি প্রকল্প চলমান রয়েছে। এই প্রকল্পের অধীনে ৯টি কম্পোনেন্ট নিয়ে কাজ করা হয়। তা তিনি লক্ষ্য সহ তাদের কার্যক্রম তুলে ধরেন- **ক) নারী ও যুব নারীর ক্ষমতায়ন ও রুপান্তরিত নেতৃত্বে উন্নয়ন ঃ** নারীর নেতৃত্ব বিকাশে সহায়তা দান। বিভিন্ন উন্নয়নমূখী সিদ্ধান্তে স্বীয় মতামত প্রকাশের সুযোগ নিশ্চিত করা। সিদ্ধান্ত গ্রহনের নারীর ভূমিকা রাখা। আলোচ্য সময়ে শহীদ দিবস ২০২২খ্রি. উদযাপন করা হয় এবং যুবদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে প্রনোদনামূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। **খ) গুণগত শিক্ষা ও শিশুবিকাশ ঃ** মান সম্মত শিক্ষা দান। শিক্ষার হার বৃদ্ধি করা। লক্ষিত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১২০ জন। এই প্রোগ্রামের আওতায় ওয়াইডব্লিউসি প্রাথমিক বিদ্যালয়, খাগড়াছড়ি থেকে পিইসি পরীক্ষায় শতভাগ পাসের হার অর্জিত হয়েছে এবং উদ্যমী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। **গ) নারীর স্বাস্থ্য অধিকার ঃ** লক্ষিত জনগোষ্ঠী স্বাস্থ্যের উন্নতি এবং মা ও শিশুর অসুস্থতা ও মৃত্যুর হ্রাস করা ও সচেনতার মাধ্যমে তাদের আচরনগত পরিবর্তন করাই এর উদ্দেশ্য। আলোচ্য সময়ে অগ্রগতি- উঠান বৈঠক (স্বাস্থ্য ও যৌন প্রজনন স্বাস্থ্য) -১টি (১৩জন), জরায়ু মুখ ক্যান্সার সম্পর্কে উঠান বৈঠক-২টি (২৫জন) এবং কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য শিক্ষা -১টি (১৬জন)। **ঘ) নারীর অধিকার ও নারী-পুরুষের সমতা ঃ** বিভিন্ন কমিউনিটির মধ্যে তথ্য বিনিময়, শিক্ষা এবং যোগাযোগ পন্থা ব্যবহারের মাধ্যমে নারী- পুরুষ সমতা সর্ম্পকে সচেতনতা তৈরি করা। - **ঙ) অর্থনৈতিক ন্যায্যতা ঃ** দরিদ্র অবহেলিত ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে একটি বিশেষ সাংগঠনিক	দ্বি-মাসিক (মার্চ-এপ্রিল ২০২২খ্রি.) অগ্রগতির প্রতিবেদন ৫ই মে/২২খ্রি. তারিখের মধ্যে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	ওয়াইডব্লিউসিএ খাগড়াছড়ি।

কাঠামোর আওতাধীনে এনে, সুনির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাদের পারিবারিক আয় বৃদ্ধি করা ও তাদের আত্মনির্ভরশীল হতে সহায়তা করা। আলোচ্য সময়ে কার্যক্রম সমূহ-

বিবরণ	নভেম্বর-ডিসেম্বর
সমিতির সংখ্যা	১১৪
মহিলা সদস্য	৮৭৫
পুরুষ সদস্য	১৫৯
সদস্য সংখ্যা	১০৩৪
সঞ্চয়ের পরিমাণ	২৯২৭৭০/-
ঋণ প্রদান	১৭,৯৫,০০০/-
ঋণ আদায়	১৬,৭৫,৫৯৭/-
মাঠ পর্যায়ে ঋণ রয়েছে	৮৩,১৭,৪৬৯/-

চ) পরিবেশ ন্যায্যতা ঃ মানব ও প্রকৃতি সৃষ্ট দূর্যোগের পার্থক্য সহ, দূর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস করতে পারে এবং স্থানীয় পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্বনের সাথে নিজেদের জীবন-জীবিকাকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার দক্ষতা অর্জনে উদ্বুদ্ধকরণ।

ছ) সামাজিক শান্তি ও ন্যায্যতা ঃ পরিবারে, কমিউনিটিতে ও সমাজে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও গণতন্ত্রের অনুশীলন প্রসারিত করা। নারী ও যুব-নারীদের স্থানীয় ও সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে আরো বেশী সংম্পৃক্ত ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

জ) পার্টনারশীপ এন্ড নেটওয়াকিং ঃ সহযোগীতা গ্রহণ ও বাইরের উৎস থেকে সমর্থন এবং সম্পদ লাভের মাধ্যমে কর্মসূচী দৃশ্যমান প্রভাব তৈরি করা; নেটওর্য়াক, জোট গঠন এবং সহযোগীতামূলক যেকোন উদ্যোগে প্রশংসনীয় অবস্থান অর্জন করা; উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সুবিধার্থে নীতিমালা সুদৃঢ় করার জন্য নেটওয়ার্কে যোগদান করা।

ঝ) সাংগঠনিক উন্নয়ন মূলক কার্যক্রম ঃ উন্নত ব্যবস্থাপনা স্বাক্ষরতা, ব্যবস্থা ও কাঠামো চালু করার মাধ্যমে সুশাসনকর্মী সংগঠনগড়ে তোলা। সংগঠন বিকাশ (ওডি) উদ্যোগের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা সক্ষমতা গড়ে তোলা।

১৪.

<u>আগাপে</u> ঃ উপস্থিত প্রতিনিধি জনাব দিলীপ ত্রিপুরা জানান- খাগড়াছড়ি জেলায় কম্প্যাশন ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ এর অর্থায়নে বর্তমানে ৫ বছর মেয়াদী ৩টি প্রকল্প পরিচালিত হচ্ছে। প্রকল্প নাম ঃ

১। পার্বত্য জেলা শিশু উন্নয়ন প্রকল্প-খাগড়াপুর, বিডি-৫১৬, মোট বরাদ্দ-১৪,৫৭,৫৫৬/- টাকা
২। পার্বত্য জেলা শিশু উন্নয়ন প্রকল্প-চেলাছড়া, বিডি -৫১৯, মোট বরাদ্দ-১৩,৪৭,৫৩৮/- টাকা
৩। পার্বত্য জেলা শিশু উন্নয়ন প্রকল্প-রামগড়, বিডি-৫১৫, মোট বরাদ্দ-১৩,৫২,০৬০/- টাকা

১। পার্বত্য জেলা শিশু উন্নয়ন প্রকল্প-খাগড়াপুর, বিডি-৫১৬ ঃ প্রকল্পটি খাগড়াছড়ি সদরে অর্ন্তগত খাগড়াপুর, ধর্মঘর, বড়পাড়া, হাদুকপাড়া, ইসলামপুর, শালবন ও কুমিল্লাটিলা এলাকার ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ৩২৫ জন দরিদ্র-অসহায় ও এতিম শিশুদের নিয়ে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক ও নৈতিক চরিত্র গঠনের লক্ষ্যে প্রায় ১০ বছর ধরে কাজ করে আসছে।

২। পার্বত্য জেলা শিশু উন্নয়ন প্রকল্প-চেলাছড়া, বিডি -৫১৯ ঃ এটি খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার ৪নং পেরাছড়া ইউনিয়নের অর্ন্তগত চেলাছড়াপাড়া, পল্টনজয়পাড়া, লারমাপাড়া, বাউরাপাড়া ও পেরাছড়া গ্রামের ২৫৭ জন শিশুদের নিয়ে প্রায় ৮ বছর ধরে কাজ আসছে । এখানে গর্ভবতী মা রয়েছে, যাদেরকে এই প্রকল্পের মাধ্যমে সেবা ও খরচ বহন করা হয়।

৩। পার্বত্য জেলা শিশু উন্নয়ন প্রকল্প-রামগড়, বিডি-৫১৫ ঃ প্রকল্পটি খাগড়াছড়ি জেলার রামগড় পৌরসভার অধীনে দারোগাপাড়া, চৌধুরীপাড়া, ফেনীরকুল, মাস্টারপাড়া ও মহামুনি পাড়ার এলাকার ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ১৮৬ জন দরিদ্র-অসহায় ও এতিম শিশুদের নিয়ে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক ও নৈতিক চরিত্র গঠনের লক্ষ্যে প্রায় ১০ বছর ধরে কাজ করে আসছে।

প্রকল্পের অগ্রগতি ঃ

ক্র: নং	যে বিষয়ে কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে তার নাম	সুবিধাভোগী	মন্তব্য
১	স্কুল ফি-বেতন	৭৭০ জন শিশু	৩৫৫ জন হাই স্কুলের ছাত্র/ছাত্রীদের বিভিন্ন ক্লাস অনুযায়ী বার্ষিক পরীক্ষার ফিস ও মাসিক ফিস প্রদান করা হয়েছে।
২	স্কুল সরঞ্জাম-	৭৬৮জন শিশু	১১৬১ জনকে শিশুকে খাতা, কলম,স্লেট, পেন্সিল, রাবার, কাটার প্রদান করা হয়েছে।
৩	সপ্তাহে পাঁচদিন কোচিং প্রদান	৭৭০ জন শিশু	স্বাস্থ্য বিধি মেনে সর্তকতার সাথে সপ্তাহে তিন দিন ১ঘন্টা করে পাড়া ভিত্তিক উঠান বৈঠকের মাধ্যমে শিশুদের জাতীয় পাঠ্য পুস্তক থেকে পড়ানো হয় ।
৪	চিকিৎসা	৭৭০ জন শিশু	**সাধারণ চিকিৎসা:** ৩৫ জন শিশুকে সাধারণ চিকিৎসা খরচ ও ঔষধ দেওয়া হয়েছে। যেমন- দাঁতের সমস্যার ও জ্বর, সর্দি কাশির, পেটে ব্যাথা, ডায়রিয়া ইত্যাদি। **মেজর চিকিৎসা:** একজন গর্ভবতী মাকে সিজারিয়ানের মাধ্যমে ডেলিভারী সম্মন্ন করানো হয়েছে, ডেলিভারী খরচ ২৭,২৪৩/- টাকা।
৫	পুষ্টিকর খাবার	৭৭০ জন শিশু	সাপোর্ট না থাকার কারণে পুষ্টিকর খাবার প্রদান করা সম্ভব হয়নি
৬	স্বাস্থ্য সরঞ্জাম-	৭৭০ জন শিশু	১২২১ জন শিশুকে ব্রাশ ও টুথপেষ্ট, সাবান স্বাস্থ্যসরঞ্জাম প্রদান করা হয়েছে।
৭	অন্যান্য স্বাস্থ্য সরঞ্জাম	৭৬৮জন শিশু	৩১৫ জনকে বয়-সন্ধি ব্যবহার জিনিসপত্র প্রদান করা হয়েছে।
৮	জুতা এবং স্কুল ড্রেস প্রদান	৭৭০ জন শিশু	৩২৫ জন ছেলেমেয়েকে ১৪০০ টাকা করে প্রদান করা হয়েছে।

দ্বি-মাসিক (মার্চ-এপ্রিল ২০২২খ্রি.) অগ্রগতির প্রতিবেদন ৫ই মে/২২খ্রি. তারিখের মধ্যে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

আগাপে, খাগড়াছড়ি।

৯	শিশুদের পরিবার পরিদর্শন	৭৭০ জন শিশু	১৬২ টি শিশুদের পরিবার পরিদর্শন করা হয়েছে।
১০	জাতীয় দিবসগুলো পালন	৭৭০ জন শিশু	১০০ জন শিশু ২০ জন স্টাফদের নিয়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়।
১১	অবিভাবক সমাবেশ	৭৭০ জন শিশু	শিশু ও শিশুর অভিভাবকদের সাথে ০৩(তিন) বার উঠান বৈঠক করা হয়েছে,
১২	নাচ ও গান	৭৭০ জন শিশু	মহামারীর করোনা ভাইরাস এর কারণে সাময়িক বন্ধ রয়েছে।
১৩	উপহার বিতরণ (শিশুর জন্মদিন ও পারিবারিক)	৭৭০ জন শিশু	১১৩ জন শিশুকে স্পন্সর পাঠানোর জন্মদিন ও পারিবারিক উপহার দিয়ে শিশুদের শার্ট প্যান্ট, স্কুল ব্যাগ, জুতা-মোজা, চেয়ার, টেবিল, দুধ, তৈল, ল্যাপ, তোষক, বালিশ, বেড শীট, রেক, গ্যাস সিলিন্ডা, চুলা, খেলনা, ফল, ঘরের তৈরি জন্য টিন ও গাছ ক্রয় করে দেওয়া হয়েছে এবং ৯৮ জনকে নগদ টাকা প্রদান করা হয়েছে।
১৪	চাইল্ড সার্ভাইভাল প্রোগ্রাম (সিএসপি)	১৫ জন শিশু	* ১৫জন শিশু পরিবারকে জানুযারী-ফেব্রুয়ারী মাসে শুকনা খাবার হিসেবে চাল-১০ কেজি, ডাল- ৫০০গ্রাম, তৈল- ৫০০ গ্রাম, লবণ- ১ কেজি, ডিম- ১০পিস, গরু দুধ- ১লিটার প্রদান করা হয়েছে। ১৫ জন সিএসপি পরিবারকে ১টি স্টীল আলমারি প্রদান করা হয়েছে।
১৫	স্কুল ব্যাগ প্রদান	৭৭৮ জন শিশু	৫২৩ জন ছেলেমেয়েকে স্কুল ব্যাগ প্রদান করা হয়েছে।

অন্যান্য কার্যক্রম ঃ ৫ জন যুবককে ১ বছরের টেইলরিং ও ইলেকট্রিক্যাল প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে। এসএসসি পরীক্ষায় ৫৩ জনের মধ্যে ৪৭ জন এবং এইচএসসি পরীক্ষায় ৭ জনের মধ্যে ৭ জনই কৃতকার্য হয়েছে। ৪৫জন অভিভাককে ২০টি ছাগল, ৫টি সেলাই মেশিন এবং ২০জনকে শীতকালীন সবজি বীজ ও সার বিতরণ করা হয়েছে।

১৫.	**নোয়াখালী রুরাল ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (এনআরডিএস)** ঃ উপস্থিত প্রতিনিধি শাখা ব্যবস্থাপক, বিকাশ মাত ব্বর জানান যে, তাঁর সংস্থা কর্তৃক রামগড়, খাগড়াছড়ি সদর, মাটিরাঙ্গা, গুইমারা ও মানিকছড়ি উপজেলায় ঋণ বিতরণ =৬,৪২,৮৯,০০০/- টাকা, আদায় =৫,৩১,৯৪,২৯৩/- টাকা, সঞ্চয়েরর পরিমাণ =৮,১০,৯৮,৪১৯/- টাকা এবং সুবিধা ভোগীর সংখ্যা ১৩৫৫জন। এছাড়াও তিনি আরো জানান অন্যান্য দাপ্তরিক কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলমান রয়েছে।	দ্বি-মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ০৫/০৫/২০২২খ্রি. তারিখের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে।	এনআরডিএস, খাগড়াছড়ি।
১৬.	**আশা** ঃ উপস্থিত প্রতিনিধি এসডিএম, জনাব মোঃ ফিরোজুর রহমান জানান যে, তাঁদের সংস্থা সহজ শর্তে ঋণ বিতরন, সঞ্চয় জমা/ উত্তোলন, সদস্যদের মাঝে চিকিৎসা সহায়তা, বীমা দাবী পরিশোধ, শিক্ষা ও স্যানিটেশন ঋণ বিতরন ও রেমিটেন্স প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। আলোচ্য সময়ে অগ্রগতি বিবরণ- ক) ঋণ বিতরন = ১২২৩০ জন, ৪৯.০৭ কোটি টাকা। (খ) চিকিৎসা সহায়তা= ৭ জন, ১,১৫,০০০/-টাকা এবং প্রায় ২২ হাজার সদস্যদের নিকট ভাইরাস জনিত রোগের মুক্তির উপায় নিয়ে আলোচনা করে সচেতনতা করা হয়। (গ) বীমা দাবী=ঋণ বীমা দাবী ৫০ জন ৫,৫০,০০০/- টাকা। (ঘ) মূলধন দাবী= ২০ জন, ৮৫,০০০/- টাকা (ঙ) ফরেন রেমিটেন্স= ১০৪ জন, ২৭,৬২,৩৫০/- টাকা। (চ) সদস্য মৃত্যু পরবর্তী দাফন কাফন সহায়তা ঃ ৭৫,০০০/- টাকা। (ছ) ঋণীদের প্রশিক্ষণ/কর্মশালা= (জ) প্রাক-প্রাথামক শিক্ষা পরিচালনা ৪ টি ব্রাঞ্চ দিঘীনালা, পানছড়ি, রামগড়, মানিকছড়ি মোট ১২০ টি কেন্দ্রে ১৫০০ জন শিক্ষার্থী আছে।	দ্বি-মাসিক (মার্চ-এপ্রিল ২০২২খ্রি.) অগ্রগতির প্রতিবেদন ৫ই মে/২২খ্রি. তারিখের মধ্যে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	আশা, খাগড়াছড়ি।
১৭.	**বুরো বাংলাদেশ** ঃ উপস্থিত প্রতিনিধি শাখা ব্যবস্থাপক, মেহেদী হাসান খান জানান, তাঁর সংস্থা কর্তৃক সহজ শর্তে ঋণ বিতরণ, সঞ্চয় জমা ও উত্তোলন, বীমা দাবী পরিশোধ, রেমিটেন্স প্রদান, কৃষি ঋণ বিতরণ ও Smap ঋণ বিতরন ও আঁদা চাষ প্রকল্পের জন্য ঋণ বিতরন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। আলোচ্য সময়ে অগ্রগতির বিবরণ ঃ- ঋণ বিতরন মোট =৩১৯৪ জন, ৪৯.৪৫ কোটি টাকা। ঋণ বীমা দাবী ১৩ জন, =৯,৩৯,২৫০/- টাকা। ফরেন রেমিটেন্স ১৯ জন =৮,৪৮,২৯০/- টাকা। সঞ্চয় উত্তোলন =৫,১৪,৫২,৩৯৮/- টাকা এবং অন্যান্য দাপ্তরিক কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলমান রয়েছে।	দ্বি-মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ০৫/০৫/২০২২খ্রি. তারিখের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে।	বুরো বাংলাদেশ, খাগড়াছড়ি।
১৮.	**ইউনাইটেড পারপাস** ঃ প্রকল্প পরিচালক, ইউনাইটেড পারপাস বাংলাদেশ, খাগড়াছড়ি সভায় অনুপস্থিত।	সংস্থার প্রধানকে নিয়মিত সভায় উপস্থিত থাকতে হবে।	ইউনাইটেড পারপাস, খাগড়াছড়ি।
১৯.	**স্টেপ পদক্ষেপ** ঃ সভায় অনুপস্থিত এবং তাঁদের কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।	সংস্থার প্রধানকে নিয়মিত সভায় উপস্থিত থাকতে হবে।	স্টেপ পদক্ষেপ, খাগড়াছড়ি।
২০.	**রিপ্রোডাকটিভ হেল্থ সার্ভিসেস ট্রেনিং এন্ড এডুকেশন প্রোগ্রাম** ঃ সভায় অনুপস্থিত এবং তাঁদের কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।	সংস্থার প্রধানকে নিয়মিত সভায় উপস্থিত থাকতে হবে।	**আরএইচস্টেপ খাগড়াছড়ি।**

<table>
<tr>
<td>২১.</td>
<td><u>আইডিএফ</u> ঃ উপস্থিত প্রতিনিধি এরিয়া ম্যানেজার, জনাব মো: মাহবুবুল কবির জানান, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় সংস্থার চলমান প্রকল্প ৫টি। যথা-
১। ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি,
২। কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ,
৩। ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালন কর্মসূচি,
৪। উন্নত চুলা কর্মসূচি ও
৫। লিফট প্রকল্প (কুচিয়া চাষ)।
১। ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি ঃ খাগড়াছড়ি ৭টি উপজেলায় দরিদ্র ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের উন্নয়ন ও স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। দাতা সংস্থা পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, সোনালী ব্যাংক, ব্রাক ব্যাংক, বেসিক ব্যাংক, গ্রামীণ ব্যাংক, কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন ও ইউকল এর অর্থায়ণে ৪৫,০০,০০,০০০/- টাকা ব্যয়ে কর্মসূচিটি বাস্তবায়ন হচ্ছে।
২। কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ ঃ এর মাধ্যমে কৃষি বিষয়ে কৃষদেরকে কৃষি উন্নয়ন মূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
৩। ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালন কর্মসূচি ঃ এটি খাগড়াছড়ি জেলার মানিকছড়ি, গুইমারা, মাটিরাঙ্গা ও সদর উপজেলায় দাতা সংস্থা পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন এর অর্থায়ণে ১,২৯,০০,০০০/- টাকা ব্যয়ে কর্মসূচিটি চলমান আছে। ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচন করাই এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য।</td>
<td>দ্বি-মাসিক (মার্চ-এপ্রিল ২০২২খ্রি.) অগ্রগতির প্রতিবেদন ৫ই মে/২২খ্রি. তারিখের মধ্যে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।</td>
<td>আইডিএফ, খাগড়াছড়ি।</td>
</tr>
<tr>
<td>২২.</td>
<td><u>গ্রীন হিল (সূর্যের হাসি ক্লিনিক)</u> ঃ উপস্থিত প্রতিনিধি জনাব রুপান্ত চাকমা জানান, তাঁর সংস্থা কর্তৃক এ্যাডভান্সিং ইউনিভারসেল হেলথ কভারেজ প্রকল্প (এইউএইচসি) নামে ১টি প্রকল্প ইউএসএআইপি এর অর্থায়নে (চলমান বছরে বরাদ্দের পরিমাণ ৪২,৯৯,৮২৪/- টাকা) খাগড়াছড়ি জেলায় পানছড়ি, মহালছড়ি, মানিকছড়ি, মাটিরাঙ্গা, রামগড় ও লক্ষীছড়ি উপজেলায় স্বাস্থ্য সেবা, পরিবার পরিকল্পনা সেবা, সাধারণ রোগের চিকিৎসা, প্যাথলজি সেবা, ইপিআই, রেফারেল ব্যবস্থা, যোগাযোগের মাধ্যমে আচরণগত পরিবর্তন, পুষ্টি ও জেন্ডার বিষয়ে সেবামূলক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আলোচ্য সময়ে অগ্রগতি ঃ
<table>
<tr><th>ক্র. নং</th><th>যে বিষয়ে কার্যক্রম সেবা (এএনসি ১ম থেকে ৪র্থ ভিজিট)</th><th>সুবিধাভোগী/গ্রাহকসংখ্যা</th><th>মন্তব্য</th></tr>
<tr><td>০১</td><td>মোট গর্ভবতী সেবা</td><td>৬৯৩</td><td></td></tr>
<tr><td>০২</td><td>নিরাপদ প্রসব সেবা</td><td>১১১</td><td></td></tr>
<tr><td>০৩</td><td>নিরাপদ প্রসব সেবা (রেফার)</td><td>১১</td><td></td></tr>
<tr><td>০৪</td><td>গর্ভোত্তর সেবা (পিএনসি ১ম থেকে ৪র্থ ভিজিট)</td><td>৩৬৯</td><td></td></tr>
<tr><td>০৫</td><td>সাধারণ সর্দি কাশি</td><td>৩০৬</td><td></td></tr>
<tr><td>০৬</td><td>ডায়রিয়া</td><td>৫৪</td><td></td></tr>
<tr><td>০৭</td><td>প্রজনন তন্ত্রের সংক্রমণ চিকিৎসা</td><td>৮৬</td><td></td></tr>
<tr><td>০৮</td><td>অন্যান্য পরিবার পরিকল্পনা সেবা</td><td>৪৪</td><td></td></tr>
<tr><td>০৯</td><td>ইপিআই অংশগ্রহণ</td><td>১৭</td><td></td></tr>
<tr><td>১০</td><td>সাধারণ রোগের চিকিৎসা</td><td>১৩৯৯</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>মোট সেবার পরিমাণ</td><td>৩০৭৩</td><td></td></tr>
</table></td>
<td>দ্বি-মাসিক (মার্চ-এপ্রিল ২০২২খ্রি.) অগ্রগতির প্রতিবেদন ৫ই মে/২২খ্রি. তারিখের মধ্যে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।</td>
<td>গ্রীন হিল, খাগড়াছড়ি।</td>
</tr>
<tr>
<td>২৩.</td>
<td><u>ইপসা- ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন</u> ঃ উপস্থিত প্রতিনিধি জনাব মইন উদ্দিন জানান, তাঁদের সংস্থা বর্তমানে ৩টি উন্নয়নমূলক প্রকল্প/কর্মসূচী চলমান রয়েছে। যথা- ১। ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (ইডিপি), ২। সমৃদ্ধি কর্মসূচী এবং ৩। শিক্ষা ও দক্ষতার মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে মেয়ে শিশু ও নারীর ক্ষমতায়ন।
১। ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (ইডিপি) ঃ পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ এর অর্থায়নে প্রকল্পটি খাগড়াছড়ি সদর ও পানছড়ি উপজেলায় কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।
আলোচ্য সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি ঃ
<table>
<tr><th>ক্র. নং</th><th>কার্যক্রম</th><th>লক্ষ্যমাত্রা</th><th>অর্জন</th><th>মন্তব্য</th></tr>
<tr><td>০১</td><td>সমিতি গঠন</td><td>০৭</td><td>০৫</td><td></td></tr>
<tr><td>০২</td><td>নতুন সদস্য ভর্তি</td><td>১৫০</td><td>১৫০</td><td></td></tr>
<tr><td>০৩</td><td>সঞ্চয় আদায়</td><td>২৩,৭০,০০০/-</td><td>২১,৬৪,৩০৩/-</td><td></td></tr>
<tr><td>০৪</td><td>সঞ্চয় ফেরত</td><td>১৫,২০,০০০/-</td><td>১৩,৫০,৪২০/-</td><td></td></tr>
<tr><td>০৫</td><td>ঋণ বিতরণ</td><td>১,৫৬,৫৫,০০০/-</td><td>১,২৭,২০,০০০/-</td><td></td></tr>
<tr><td>০৬</td><td>ঋণ আদায়</td><td>১,৯২,১২,০০০/-</td><td>১,০৬,৫১,৬৯৩/-</td><td></td></tr>
</table>
২। সমৃদ্ধি কর্মসূচী ঃ এটি পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ এর অর্থায়নে ৩নং পানছড়ি সদর ইউনিয়নে পানছড়ি উপজেলায় দারিদ্রতা হ্রাস, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পুষ্টি বিষয়ে উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।
<table>
<tr><th>ক্র. নং</th><th>কার্যক্রম</th><th>লক্ষ্যমাত্রা</th><th>অর্জন</th><th>মন্তব্য</th></tr>
<tr><td>০১</td><td>উঠান বৈঠক</td><td>১৪৪</td><td>১৪২</td><td></td></tr>
<tr><td>০২</td><td>স্ট্যাটিক ক্লিনিক</td><td>৩৬</td><td>৩২</td><td></td></tr>
<tr><td>০৩</td><td>স্বাস্থ্য ক্যাম্প</td><td>০২</td><td>০১</td><td></td></tr>
<tr><td>০৪</td><td>ডায়াবেটিকস টেস্ট</td><td>২১৬</td><td>১২৯</td><td></td></tr>
</table></td>
<td>দ্বি-মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ০৫-০৫-২০২২খ্রি. তারিখের মধ্যে পরিষদে ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।</td>
<td>ইপসা, পানছড়ি, খাগড়াছড়ি।</td>
</tr>
</table>

	৩। শিক্ষা ও দক্ষতার মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে মেয়ে শিশু ও নারীর ক্ষমতায়ন ঃ প্রকল্পটি খাগড়াছড়ি জেলার ৯টি উপজেলার ৩৮টি ইউনিয়নে গ্লোবাল এ্যাফেয়াস অব কানাডার অর্থায়নে ও ইউএনডিপির তত্ত্বাধনে বাস্তবায়ন হচ্ছে। কিশোর-কিশোরীদের স্কুল থেকে ঝড়ে পড়ার হ্রাস, জেন্ডার বান্ধব শিক্ষার মান উন্নয়ন, জাতিগত সংখ্যালঘু, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য কর্মসংস্থান এবং ব্যবসার সুযোগ বৃদ্ধি করাই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।		

বিবিধ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

সভায় এনজিওসমূহের কার্যক্রম পরিচালনা ও বিভিন্ন সরকারি নির্দেশনা, ঋণ ও অন্যান্য মাসিক কার্যক্রম অগ্রগতির প্রতিবেদন, পরবর্তী সভা অনুষ্ঠান ও বিবিধ আলোচনা সংক্রান্ত বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোচনার পর নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

১। আগামী সমন্বয় সভায় গ্রীণ হিল, খাগড়াছড়ি তাঁদের উন্নয়ন প্রকল্পের গৃহীত কার্যক্রমের উপর পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন করবেন।

২। এনজিও সমূহকে **মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি** অনুযায়ী ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করবেন এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত কোন কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।

৩। এনজিওদের সাথে প্রতি ০২(দুই) দুই মাস অন্তর নিয়মিত জেলা এনজিও বিষয়ক সমন্বয় সভা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং দপ্তর প্রধানকে উপস্থিত থাকতে হবে।

৪। এনজিও সংস্থাদের উন্নয়ন প্রকল্প কার্যক্রমের স্বচ্ছতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাজেট বরাদ্দ, বাজেটসহ কর্মপরিকল্পনা, আয়-ব্যয় হিসাব, খাত ভিত্তিক (কর্মকর্তা-কর্মচারী বেতন, প্রশিক্ষণ/সেমিনার/সভা বরাদ্দ, প্রশাসনিক ব্যয় ইত্যাদি) যাবতীয় হিসাব সংক্রান্ত তথ্যাদি খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদে এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, খাগড়াছড়িতে প্রেরণ করতে হবে।

৫। দাপ্তরিক কার্যক্রম দ্রুত গতিতে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে এনজিও বিষয়ক নোটিশ, প্রতিবেদন এবং অন্যান্য কার্যক্রম ইমেইলের মাধ্যমে আদান-প্রদান করতে হবে। এনজিও সমূহের দাপ্তরিক দ্বি-মাসিক প্রতিবেদন হার্ডকপি সরাসরি/ডাক যোগে এবং সফট কপি (এম. এস. ওয়ার্ড/SutonnyMJফন্টে) ই-মেইলের (atish.khdc@gmail.com) মাধ্যমে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদে এবং (adceduictkhagrachari@mopa.gov.bd) জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, খাগড়াছড়িতে প্রেরণ করতে হবে।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে এলাকার গণ-মানুষের উন্নয়নে অকৃত্রিমভাবে দায়িত্ব পালনের অনুরোধ জানান। যে সকল এনজিও দূর্গম এলাকায় দায়িত্ব পালন করছে তাঁদেরকে কাজের পারস্পরিক সমন্বয় এবং সহযোগিতার মাধ্যমে পরিচালনা করার পরামর্শ দেন। এনজিও গুলোর যেকোন কাজের কোন সমস্যা দেখা দিলে পরিষদকে অবহিত করার জন্যও সভাপতি পরামর্শ দেন। তিনি সকল এনজিও-কে স্বাস্থ্য বিধি মেনে কাজের স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা বজায় রাখার জন্য অনুরোধ জানান।

পরিশেষে সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

(মংসুইপ্রু চৌধুরী)
চেয়ারম্যান
পার্বত্য জেলা পরিষদ
ও
সভাপতি
জেলা এনজিও বিষয়ক সমন্বয় কমিটি
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

স্মারক নং-২৯.২৩৬.০১৯.৩৩.০১.০৩৭.২০১৩-৮২০ তারিখ- ২০/০৪/২০২২খ্রি.

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি /কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)।
১। চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।
২। সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। মহাপরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৪। জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।
৫। মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, পার্বত্য জেলা পষিদ, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।
৬। সার্কেল চীফ, মং সার্কেল, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।
৭। সিভিল সার্জন, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।
৮। নির্বাহী কর্মকর্তা, পার্বত্য জেলা পষিদ, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।
৯। নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

১০-১২। উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর/জেলা সমাজসেবা বিভাগ/পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

১৩-১৯। জেলা মৎস্য কর্মকর্তা/জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা/জেলা সমবায় কর্মকর্তা/উপপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর/জেলা শিক্ষা অফিসার/জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার/জেলা প্রতিবন্ধী বিষয়ক কর্মকর্তা, প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

২০। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সহকারী, পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি (চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় জ্ঞাতার্থে)।

২১। ....(এনজিও), খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

২২। সংশ্লিষ্ট কপি।

২৫/০৪/২০২২

(গোলাম মো: বাতেন)
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি)
ও
সদস্য সচিব
জেলা এনজিও বিষয়ক সমন্বয় কমিটি
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।